লকডাউন সত্ত্বেও পুজোয় যোগী

লখনউ, ২৫ মার্চ : গোটা দেশে মঙ্গলবার মধ্যরাত থেকে ২১ দিনের লকডাউন ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সাধারণ মানুষকে বাড়িতে থাকতে বলা হয়েছে। লকডাউন কার্যকর করতে রাস্তায় রাস্তায় চলছে পুলিশি টহল। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর বার্তার ১২ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই অযোধ্যায় রামলালার মূর্তি স্থানান্তর অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে বিতর্কে জড়িয়েছেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। বুধবার সকালে জনা কুড়ি সাধুকে সঙ্গে নিয়ে বুলেটপ্রুফ ফাইবারের সিংহাসনে বসিয়ে রামলালার মূর্তি অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন আদিত্যনাথ। এই অনুষ্ঠানের জন্য মঙ্গলবার রাতে অযোধ্যায় পৌঁছে গিয়েছিলেন তিনি। এদিন সকালে রামলালার আরতি ও পুজো সেরে মূর্তিটি সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। অযোধ্যার বিতর্কিত জমিতে রামমন্দির তৈরির ছাড়পত্র দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। তারপর থেকে মন্দির নির্মাণের কাজ জোরকদমে চলছে। রামলালাকে আপাতত অন্যত্র রেখে ওই জায়গায় মন্দির তৈরির কাজ শুরু হবে। আদিত্যনাথ বলেন, 'রামলালার মূর্তি স্থানান্তরের মাধ্যমে অযোধ্যায় মন্দির নির্মাণের সূচনা হল।' এদিন রামমন্দির নির্মাণের জন্য ১১ লক্ষ টাকা দান করেছেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী সামাজিক দূরত্ব রক্ষার কথা বললেও একজন মুখ্যমন্ত্রী কীভাবে এতজন মানুষের সঙ্গে অনুষ্ঠানে অংশ নিলেন, সেই প্রশ্ন উঠছে। উত্তরপ্রদেশ প্রশাসন অবশ্য দাবি করেছে, যাবতীয় সতর্কতা বজায় রেখে অনুষ্ঠান হয়েছে। স্থানান্তর অনুষ্ঠানে যাতে বেশি লোকসমাগম না হয় সেদিকে নজর রাখা হয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে ২ এপ্রিল রামনবমীর জমায়েতে অবশ্য নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

দুঃস্থদের সাহায্য

শিলিগুড়ি, ২৫ মার্চ : লকডাউনে সমাজের একশ্রেণির দিন-আনা দিন-খাওয়া মানুষের যাতে কোনো সমস্যা না হয় সেই ব্যাপারে এগিয়ে এসেছেন জনপ্রতিনিধি থেকে শুরু করে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। তাঁরা ঠিক করেছেন, বিভিন্ন বাড়িতে এই মুহূর্তে প্রচুর খাদ্যসামগ্রী মজুত করা রয়েছে। সেই খাদ্যসামগ্রী থেকে কিছু শুকনো খাবার যদি ওই সংগঠনগুলির হাতে তুলে দেওয়া হয় তবে তাঁরা তা ওই মানুষের হাতে তুলে দিতে পারবেন। শিলিগুড়ি পুরনিগমের স্বাস্থ্য বিভাগের মেয়র পারিষদ তথা ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার শংকর ঘোষও এই ধরনের পরিষেবা চালু করেছেন। তিনি বলেন, 'কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের যেদিন সাহায্য আসবে সেদিন তো মানুষ পাবেন ঠিকই কিন্তু আমরা ওয়ার্ডের মানুষের কাছে আবেদন করেছি চাল, ডাল, তেল, লবণ, আলু আমাকে দিন। আমরা ১০ দিনের র‍্যাশন তৈরি করে মানুষকে দেব। করোনার কারণে যাঁরা কাজে বের হতে পারছেন না অথচ যাঁদের ঘরে খাবারের প্রয়োজন রয়েছে তাঁদের আমরা এই সামগ্রী তুলে দেব। আমি সোশ্যাল মিডিয়ায় এটা আবেদন করার পর বিপুল সাড়া পেয়েছি।' শুধু কাউন্সিলারই নন, বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের তরফেও এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তারাও মানুষের কাছ থেকে শুকনো খাবার সংগ্রহ করে যাঁদের দরকার, তাঁদের হাতে তুলে দেওয়ার কাজ শুরু করেছে।

অনুমোদন

প্রথম পাতার পর

এদিন ল্যাব চালানো যায়নি। দ্রুত তা চালু করা হবে।' মালদা মেডিকেল কলেজেও ভিআরডিএল তৈরির ছাড়পত্র দিয়েছে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিকেল রিসার্চ। তবে মালদায় এখনও এই ল্যাবরেটরি তৈরির জন্য সমস্ত যন্ত্রপাতি এসে পৌঁছোয়নি বলে মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ভূষণ চক্রবর্তী জানিয়েছেন। তিনি বলেন, 'আমরা কিছু যন্ত্রপাতি পেয়েছি। সেগুলি বসানো হচ্ছে। বাকি যন্ত্রপাতি এলে দ্রুততার সঙ্গে সেগুলি বসিয়ে এখানে ল্যাবরেটরির কাজ শুরু করে দেওয়া হবে।'

আবহাওয়া

বৃহস্পতিবারের পূর্বাভাস

	সর্বোচ্চ (ডি.সে.)	সর্বনিম্ন (ডি. সে.)
কলকাতা	৩৫.০	২৩.০
শিলিগুড়ি	৩৪.০	২১.০
জলপাইগুড়ি	৩৫.০	২০.০
কোচবিহার	৩৫.০	২১.০
আলিপুরদুয়ার	৩৫.০	২১.০
মালদা	৩৫.০	২০.০
রায়গঞ্জ	৩৫.০	১৮.০
গ্যাংটক	২৬.০	১৩.০

বিন্দু বিসর্গ

অ্যাই কুমিরডাঙা খেলবে?

করোনা ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধকে আস্থা চিকিৎসকদের

নিউজ ব্যুরো

২৫ মার্চ : দুনিয়াজুড়ে করোনার আতঙ্কের মধ্যে এই ভাইরাসের হাত থেকে পরিত্রাণের পথ খুঁজে চলেছেন বিজ্ঞানীরা। এখনও পর্যন্ত ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক হিসাবে ব্যবহৃত ক্লোরোকুইনকে অস্ত্র হিসাবে তাঁরা মনে করছেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প থেকে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিকেল রিসার্চ (আইসিএমআর)-এর সবাই একসুরে বলেছেন, হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন করোনা ভাইরাসকে প্রতিরোধের ক্ষমতা রাখে। গবেষণাগারে এবং জীবদেহে হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন ব্যবহার করে দেখা গিয়েছে ক্লোরোকুইন করোনা প্রতিরোধী হিসাবে কাজ করছে। আইসিএমআর অবশ্য সাধারণ মানুষের জন্য আরও কিছু রক্ষাকবচের কথা বলেছে।

ভারতে ন্যাশনাল টাস্ক ফোর্স ফর কোভিড-১৯ বলছে হাইড্রক্সিক্লোরোকুইনকে সার্স-কোভ-২ সংক্রমণ রোধে ব্যবহার করা যাবে। বিশেষ করে কোনও স্বাস্থ্যকর্মীর যদি জ্বর-সর্দি-কাশির মতো উপসর্গ দেখা দেয় বা কোভিড-১৯ এর টেস্ট পজিটিভ আসে তাহলে তিনি বা কারও যদি ল্যাবরেটরি টেস্ট রিপোর্ট পজিটিভ আসে তবে তিনিও হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন খেতে পারেন। তবে ১৫ বছরের কমবয়সিদের যদি কোভিড-১৯ এর উপসর্গ দেখা দেয় তাহলে তাদের ক্ষেত্রে এই ওষুধ ব্যবহার করা যাবে না। হাইড্রক্সিক্লোরোকুইনে হাইপারসেনসিটিভিটি আছে বা রেটিনোপ্যাথি সমস্যা আছে এমন রোগীদের ক্ষেত্রেও এই ওষুধ ব্যবহার করায় সমস্যা আছে।

ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিকেল রিসার্চ ওষুধের ডোজ কী হবে তার জন্য কোনও চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে বলেছে। ওষুধ খেয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া হলেও সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার দেখানো জরুরি। সেইসঙ্গে যদি ল্যাবরেটরি পরীক্ষায় পজিটিভ আসে তাহলে সেই ব্যক্তি অবশ্যই জাতীয় নির্দেশিকা মেনে কোয়ারান্টিনে যাবেন। যদি উপসর্গ দেখে চিকিৎসা করা হয় তাহলেও হোম কোয়ারান্টিনে যাওয়া জরুরি।

আইসিএমআর সমীক্ষা করে দেখেছে, হোম কোয়ারান্টিন সহ সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার মতো নির্দেশ মেনে চললে আগামীতে আক্রান্ত হওয়ার সংখ্যা প্রায় ৬২ শতাংশ কমে যাবে। আক্রান্তের প্রকোপও ৮৯ শতাংশ কমানো সম্ভব হবে। এই সমীক্ষায় আরও দেখা গিয়েছে, দেশে ঢোকার পয়েন্টগুলিতে পর্যটকদের ঠিকমতো পরীক্ষা করা হলে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ তিনদিন থেকে তিন সপ্তাহ রুখে দেওয়া সম্ভব। সেক্ষেত্রে সংক্রমণ ছড়ানোর আশঙ্কাও কমবে। সেইসঙ্গে জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা ঠিকমতো কাজ করলে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ছড়ানো খুব সহজে সম্ভব হবে না।

গত ফেব্রুয়ারিতে আইসিএমআর প্রাথমিক ডেটার তথ্য বিশ্লেষণ করে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের গতিপ্রকৃতি বোঝার চেষ্টা করে। আইসিএমআর-এর এপিডেমোলজির প্রধান ডাঃ আর আর গঙ্গাখেড়কর বলেছেন, 'ফেব্রুয়ারিতে যখন সমীক্ষা করা হয়েছিল তখন আমাদের লক্ষ্য ছিল আগামীদিনে কতজন আক্রান্ত হতে পারে, সেই হিসাব না করে, কীভাবে এই সংক্রমণ আটকানো যাবে, সেই পথ খুঁজে বের করা। আমাদের সমীক্ষায় যে থার্মাল স্ক্রিনিং আর লকডাউনের কথা বলা হয়েছিল সেটাই এখন দেশে মহামারি ঠেকানোর অন্যতম অস্ত্র।'

ভারতে ন্যাশনাল টাস্ক ফোর্স ফর কোভিড-১৯ বলছে হাইড্রক্সিক্লোরোকুইনকে সার্স-কোভ-২ সংক্রমণ রোধে ব্যবহার করা যাবে।

তবে ১৫ বছরের কমবয়সিদের যদি কোভিড-১৯ এর উপসর্গ দেখা দেয় তাহলে তাদের ক্ষেত্রে এই ওষুধ ব্যবহার করা যাবে না।

ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিকেল রিসার্চ ওষুধের ডোজ কী হবে তার জন্য ও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হলে কোনও চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে বলেছে।

অসম-বাংলা সীমানার ছাগলিয়া চেকপোস্ট এলাকায় অসমগামী বাসিন্দারা অপেক্ষা করছেন। ছবি : তপন আইচ

ভিনরাজ্য ফেরত বাসিন্দাদের ঢুকতে বাধা অসম পুলিশের

গোলকগঞ্জের বিধায়কের হস্তক্ষেপে সমস্যা মিটল

তুফানগঞ্জ ও বক্সিরহাট, ২৫ মার্চ : ভিনরাজ্যে কাজে যাওয়া মানুষজনকে ঢুকতে বাধা দিল অসম পুলিশ। ফলে দীর্ঘসময় ধরে তাঁরা অসম-বাংলা সীমানার ছাগলিয়া চেকপোস্ট এলাকায় আটকে পড়েন। অন্তত ৭৫ জন অসম ও উত্তর-পূর্বাঞ্চল রাজ্যগামী যাত্রী আটকে পড়ায় সমস্যায় পড়তে হয় তুফানগঞ্জ মহকুমা প্রশাসনকে। শেষে অসমের গোলকগঞ্জের বিধায়কের হস্তক্ষেপে বিকালে তাঁরা ঢুকতে পারেন।

এর আগে আটকে পড়া যাত্রীদের বক্সিরহাট থানার উদ্যোগে শুকনো খাবার ও পানীয় জল দেওয়া হয়। তুফানগঞ্জের মহকুমা প্রশাসন শেষে জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে যাত্রীদের অসমে ফেরত পাঠাতে অসম সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করে। এই ব্যাপারে তুফানগঞ্জ মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে একটি প্রশাসনিক বৈঠক হয়। ছাগলিয়া চেকপোস্টে আটকে পড়া বরপেটা রোডের বাসিন্দা জ্যোৎস্না আগরওয়াল বলেন, 'ছয়দিন ধরে বাড়ি ফেরার জন্য ঘুরছি। রাস্তায় কোথাও জল, খাবার মিলছে না। পুলিশ ও জনতা আমাদের দেখে দুর্ব্যবহার করছে। অনেক কষ্টে অসম-বাংলা সীমানায় আসতে পেরেছি। অথচ অসম পুলিশ আমাদের ঢুকতে দিচ্ছে না। কী করব বুঝে উঠতে পারছি না। ছেলেমেয়েদের নিয়ে সমস্যায় পড়েছি।'

অসমের বরপেটা রোডের অপর বাসিন্দা আব্দুল আহমেদ কেরলের একটি বেকারিতে কাজ করেন। তিনি জানান, গত ২১ মার্চ ট্রেনে হাওড়ায় নেমেছি বাড়ি ফিরব বলে। এরপর আমাদের জোর করে একটি বাসে তুলে দেওয়া হয় শিলিগুড়ির উদ্দেশে। শিলিগুড়িতে নামার পর আমাদের একটি বাসে করে কোচবিহারে নিয়ে আসা হয়। কোচবিহার থেকে ফের একটি বাসে তুলে দিয়ে অসমে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। কিন্তু অসম পুলিশ আমাদের ঢুকতে বাধা দেয় ছাগলিয়া চেকপোস্ট এলাকায়। ফলে আমরা সমস্যায় পড়েছি। নিজের রাজ্যের সীমানায় এসেও রাজ্যে ঢুকতে না পেরে খুব খারাপ লাগছে।

একই অবস্থা মেঘালয়ের বাসিন্দা ব্রিজিত শর্মার। তিনি তামিলনাড়ুর একটি রেস্তোরাঁয় কাজ করেন। তিনি বুধবার সকালে একটি বাসে অসম-বাংলা সীমানায় এসে পৌঁছেছেন। তিনি জানান, কবে যে বাড়ি ফিরতে পারব বুঝে উঠতে পারছি না। একই অবস্থায় রয়েছেন কেরল ফেরত আব্বাসউদ্দিন আহমেদ, বেঙ্গালুরু ফেরত আরফান আলি প্রমুখের। এদিন সকালে একটি বাস অসমে ঢোকার চেষ্টা করলে অসম পুলিশ বাধা দেয়। এরপর দুপুরে আরেকটি বাস অসমে ঢুকতে গেলে বাধা দেয় অসম পুলিশ। যে সকল যাত্রীরা আটকে পড়েছেন তাঁদের মধ্যে অনেক কচিকাঁচাও রয়েছে। ছাগলিয়া পুলিশ আউটপোস্টের আইসি বিধান সিং বসুমাতা বলেন, 'ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ না আসা পর্যন্ত কাউকে অসমে ঢুকতে দেওয়া যাবে না।'

অবশেষে গোলকগঞ্জের বিধায়ক অশ্বিনী সরকারের হস্তক্ষেপে শেষে বিকাল সাড়ে ৪টে নাগাদ আটকে পড়া যাত্রীরা অসমে ঢুকতে পারেন। বিধায়ক বলেন, 'অসম সরকারের সঙ্গে কথা বলেই আটকে পড়া যাত্রীদের অসমে ঢুকতে দেওয়া হয়েছে। আটকে পড়া যাত্রীদের ছাগলিয়ার একটি অস্থায়ী শিবিরে চোদ্দোদিনের জন্য রাখা হবে। তাঁদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানো হবে।'

পুলিশ বলছে

ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ না আসা পর্যন্ত কাউকে অসমে ঢুকতে দেওয়া যাবে না।

– বিধান সিং বসুমাতা
আইসি, ছাগলিয়া পুলিশ আউটপোস্ট

বিধায়কের কথা

অসম সরকারের সঙ্গে কথা বলেই আটকে পড়া যাত্রীদের অসমে ঢুকতে দেওয়া হয়েছে। আটকে পড়া যাত্রীদের ছাগলিয়ার একটি অস্থায়ী শিবিরে চোদ্দোদিনের জন্য রাখা হবে। তাঁদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানো হবে।

– অশ্বিনী সরকার
বিধায়ক, গোলকগঞ্জ

মোদির পাশে চিদম্বরম

নয়াদিল্লি, ২৫ মার্চ : করোনা মোকাবিলায় রাজনৈতিক লড়াই দূরে সরিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির পাশে দাঁড়ালেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী তথা প্রবীণ কংগ্রেস নেতা পি চিদম্বরম। কোভিড-১৯ ভাইরাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে কমান্ডার বলে আখ্যা দেন তিনি।

এক বিবৃতিতে চিদম্বরম বলেন, 'মঙ্গলবার দেশজুড়ে যে ২১ দিনের লকডাউন কর্মসূচির কথা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ঘোষণা করেছেন, সেটি কোভিড ১৯-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঐতিহাসিক মুহূর্ত। ২৪ মার্চের আগে পর্যন্ত যে সমস্ত বিতর্ক ছিল, সেগুলিকে পিছনে ফেলে আমাদের উচিত, দেশজুড়ে শুরু হওয়া লকডাউনকে নতুন এক যুদ্ধের সূচনা হিসেবে দেখা। যেখানে মানুষ পদাতিক সৈন্য এবং প্রধানমন্ত্রী কমান্ডার। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলিকে সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করা আমাদের কর্তব্য।' তবে প্রধানমন্ত্রীকে সমর্থন করার পাশাপাশি ১০ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করারও আর্জি জানিয়েছেন চিদম্বরম। তার মতে, গরিব, প্রান্তিক চাষি, দিনমজুরদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠানো, আগামী ১ এপ্রিল থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত সমস্ত নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য ও পরিষেবার ওপর থেকে ৫ শতাংশ পর্যন্ত জিএসটি কমানোর আবেদনও জানিয়েছেন প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী। তবে কংগ্রেসের তরফে চিদম্বরমের এই বক্তব্যকে তাঁর নিজস্ব মতামত বলে জানানো হয়েছে।

জি২০-র নজরে মোদি

নয়াদিল্লি, ২৫ মার্চ : করোনা মহামারির হাত থেকে রক্ষা পেতে ভারতকে পথপ্রদর্শক হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (হু)। এবার জি-২০ গোষ্ঠী ভুক্ত পশ্চিমী দেশগুলিও এই সংকট থেকে মুক্তি পেতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দিকেই নজর দিয়েছে। ভারত এখনও করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ থেকে মুক্ত হয়নি। তবে ইতালি, ফ্রান্স, স্পেন, জার্মানি, ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরিস্থিতির দিকে তাকিয়ে ভারতে ইতিমধ্যে কঠোরভাবে লকডাউন শুরু হয়ে গিয়েছে। ইউরোপ, আমেরিকার উন্নত স্বাস্থ্যব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও সেখানে যেভাবে করোনা থাবা বসিয়েছে, তাতে গোটা বিশ্ব চিন্তিত। ইউরোপের থেকে শিক্ষা নিয়ে ভারত তাই আগেভাগে করোনাকে নিয়ন্ত্রণ করার মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে বৃহস্পতিবার জি-২০ বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কী বার্তা দেন, সেদিকে নজর রেখেছে বাকি সদস্য-রাষ্ট্রগুলি। এর আগে মোদি যেভাবে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে পাকিস্তান বাদে বাকি সার্ক সদস্যদেশগুলিকে সঙ্গে নিয়ে একযোগে লড়াইয়ের পথে নামার বার্তা দিয়েছিলেন, তাকে স্বাগত জানিয়েছিল প্রথম বিশ্বের দেশগুলি।

১০০ দিনের কাজ
একজনও আসেননি

প্রথম পাতার পর

'বাম আমলে সুপ্রিমকোর্ট বন্ধ চা বাগানে ১০০ দিনের কাজের প্রকল্প রূপায়ণে কড়া নির্দেশ দিয়েছিল। কিন্তু এখনকার পরিস্থিতি ভিন্ন। জমায়েত করলেই করোনার সংক্রমণ ছড়াতে পারে। এই আশঙ্কায় খেটেখাওয়া মানুষের কাছে কাজের চাহিদা থাকলেও তাঁরা কাজে আসতে চাইছেন না। আমরা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ না হওয়া পর্যন্ত কিছুই করতে পারছি না।' জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, গত সপ্তাহে লকডাউনের আগে পর্যন্ত জেলায় মোট গড়ে ৪৪ দিন কাজ হয়েছিল। যার মধ্যে মালবাজারে গড়ে ৪৭ দিন, জলপাইগুড়ি সদরে ৪৪ দিন, নাগরাকাটায় ৪৮ দিন, ময়নাগুড়িতে গড়ে ৩৪ দিন, মেটেলি ৫৮ দিন, রাজগঞ্জে ৪৯ দিন এবং ধূপগুড়িতে ৩৮ দিন কাজ দেওয়া হয়েছিল। লকডাউনের আগে জেলায় কাজ পেয়েছিলেন ৩ লক্ষ ৮৫ হাজার ৫১৮ জন। প্রায় ২ লক্ষ ৮৪ হাজার ৬৫২টি বাড়িকে কাজ দেওয়া হয়েছিল। জেলায় লকডাউনের আগে পর্যন্ত ১০০ দিনের প্রকল্পে ১১ হাজার ৯৫৭ টি ছোট, মাঝারি প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে। কিন্তু এখনও ৩০ হাজার ৬৫০টি প্রকল্পের কাজ বাকি রয়েছে।

ঘরে ঢোকাল পুলিশ

প্রথম পাতার পর

এদিন ছিল শিকারপুরহাট। হাটে সবজি-মাছ-মাংস ছাড়া অন্য কোনও সামগ্রী বিক্রি করতে দেখা যায়নি। ক্রেতার সংখ্যা ছিল খুবই কম। লকডাউনের দিনে মোটের ওপর গৃহবন্দিই থেকেছে ধূপগুড়ি। দিনের শুরুতে বাজারে সামান্য সংখ্যক লোকজন দেখা গেলেও বেলা গড়াতেই পথঘাট শুনসান হয়ে যায়। মুদিখানা, সবজি এবং ওষুধের দোকান খোলা থাকলেও বিক্রিবাটা কম হয়েছে। শহরে পুলিশি নজরদারি ছিল। এদিন গয়েরকাটার রাস্তাঘাটও শুনসান ছিল। শুধুমাত্র কয়েকটি সবজির দোকান বসতে দেখা গিয়েছে। সকালে তেলিপাড়ায় কয়েকটি চায়ের দোকান খুললেও পুলিশের তৎপরতায় দ্রুত সেই সব দোকান বন্ধ করে দেওয়া হয়। অন্যদিকে, লকডাউনের জেরে আগামী ২০ দিন বাড়ি না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ওদলাবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে কর্মরত বহিরাগত স্বাস্থ্যকর্মীরা। প্রশাসনের সহযোগিতায় ওদলাবাড়ির একটি বনবাংলো ও হাসপাতাল সংলগ্ন হোটেলে তাঁদের থাকা-খাওয়ার বন্দোবস্ত করা হয়েছে।

চ্যাংরাবান্ধা সীমান্তে পাটবীজ ভর্তি ট্রাক আটকে

চ্যাংরাবান্ধা, ২৫ মার্চ : পাটের বীজ ভর্তি লরি বাংলাদেশে পাঠানোকে কেন্দ্র করে বুধবার উত্তেজনা ছড়ায় চ্যাংরাবান্ধা সীমান্তে। কারণ করোনা ভাইরাস সংক্রমণের আশঙ্কায় গত রবিবার থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য সীমান্ত দিয়ে সব ধরনের ব্যবসা বন্ধ রেখেছেন স্থানীয় ব্যবসায়ীরা। এই পরিস্থিতিতে এদিন পাটের বীজ ভর্তি ৩০টি লরি বাংলাদেশে পাঠানোকে কেন্দ্র করে গণ্ডগোল বাধে। শেষপর্যন্ত লরিগুলি বাংলাদেশে পাঠানো যায়নি।

যদিও চ্যাংরাবান্ধা শুল্ক দপ্তরের সুপারিন্টেন্ডেন্ট কপিল বাইন বলেন, 'সীমান্ত দিয়ে বৈদেশিক বাণিজ্য বন্ধ রাখার বিষয়ে সরকারি তরফে এখনও পর্যন্ত কোনও নির্দেশিকা অসেনি। আমরা অফিস খোলা রেখে নিজেদের মতো কাজ করছি। চ্যাংরাবান্ধা সীমান্ত দিয়ে ব্যবসা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত স্থানীয় ব্যবসায়ীদের। তাই শুল্ক দপ্তরের কিছু করার নেই।' সীমান্তে আটকে পড়া পাটবীজ ব্যবসায়ীদের মধ্যে উত্তম সরকার জানিয়েছেন, হঠাৎ করে বাণিজ্য বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আগে থেকে তাঁদের জানানো হয়নি। এর ফলে তাঁদের পাটবীজ ভর্তি লরি আটকে পড়েছে। যেগুলি নির্দিষ্ট সময়ে সেদেশে পৌঁছোতে না পারলে নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তিনি দাবি করেন, বাণিজ্য বন্ধের বিষয়টি জানার পরেই দু'ঘণ্টার সময় চেয়ে শুল্ক দপ্তর সহ সংশ্লিষ্ট সকলকেই জানিয়ে সার্ক রোডে লরিগুলি নিয়ে আসেন। কিন্তু এদিন লরিগুলি সার্ক রোডে আসতেই স্থানীয়রা বাধা দেন। স্থানীয়দের দাবি, বর্তমান পরিস্থিতিতে বৈদেশিক বাণিজ্য করতে দেওয়া হবে না। বাণিজ্য চলতে থাকলে করোনা ভাইরাস সংক্রমণের আশঙ্কা রয়েছে। চ্যাংরাবান্ধা এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক বিমলকুমার ঘোষ বলেন, 'আমরা সকলের সঙ্গে আলোচনা করে বাণিজ্য বন্ধ রেখেছি। এরপরেও কীভাবে সীমান্তে পণ্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল বুঝতে পারছি না।' এর জন্য শুল্ক দপ্তর ও সংগঠনের নিয়ম লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও তিনি বলেছেন। চ্যাংরাবান্ধা এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ভরতপ্রসাদ গুপ্তা বলেন, 'এই অবস্থায় কীভাবে বাণিজ্যের অনুমতি মেলে? কারাই বা অনুমতি দিলেন সেটাও জানতে চাই।'

চ্যাংরাবান্ধা সীমান্তে পাটবীজ বোঝাই ট্রাক দাঁড়িয়ে রয়েছে। ছবি : গৌতম সরকার

উদ্দেশ্য গ্রামে করোনা ঢোকা আটকানো
লকডাউন উপেক্ষা করে দিনভর জটলা

শিলিগুড়ি, ২৫ মার্চ : করোনা রুখতে কাউকে গ্রামে ঢুকতে দেওয়া হবে না। সেজন্য লকডাউনকে উপেক্ষা করে ছোট ফাঁপড়ি গ্রামে ঢোকার সমস্ত রাস্তায় সারাদিন লাঠিহাতে দাঁড়িয়ে থাকলেন কিছু যুবক। এমনকি, সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন গ্রামের পঞ্চায়েত সদস্যও। পুলিশের তরফে একাধিকবার তাঁদের সরে যাওয়ার কথা বলা হলেও তাঁরা ফের গ্রামে ঢোকার রাস্তায় জটলা করেন। বিষয়টি নিয়ে সমালোচনায় মুখর হয়েছেন সাধারণ মানুষ। প্রশাসনের নির্দেশ অমান্য করে রাস্তায় লোকজন নিয়ে পঞ্চায়েত সদস্যের জটলা করা যে ঠিক হয়নি-সেটা মেনে নিয়েছেন গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সুধা সিংহ চট্টোপাধ্যায়। রাজগঞ্জ ব্লকের বিডিও নরবু শেরপা বলেন, 'আইন হাতে নেওয়ার ক্ষমতা কারও নেই। তাছাড়া এ ধরনের জমায়েত একেবারে কাম্য নয়। এ রকম ঘটনা যাতে না ঘটে, সেজন্য প্রশাসনকে নজর দিতে বলব।'

লকডাউনের সময় কারও বাইরে থাকার কথা নয়। এমনকি রাস্তা দিয়ে বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া চলারও কারও নিয়ম নেই। যদিও ছোট ফাঁপড়িতে ঢোকার বিভিন্ন রাস্তার সামনেই এদিন লাঠিসোঁটা নিয়ে দাঁড়িয়েছিল একদল যুবক। গ্রামে ঢোকার অন্যতম মূল রাস্তা সাহু সেতুর সামনে গিয়ে এ রকমই লাঠি হাতে দশজনের বেশি যুবককে দেখা যায়। তাঁরা বলেন, 'গ্রামে বন থাকায় শহর থেকে বহু মানুষ এখানে পিকনিক করতে আসেন। আমরা কোনওভাবেই গ্রামে করোনা ভাইরাস ঢুকতে দেব না।' সেসময়ে পঞ্চায়েত সদস্যের দেখা না মিললেও গোটাটা যে তাঁর নির্দেশেই চলছে সেটা প্রদীপ বর্মনের কথাতেই বোঝা গেল। এলাকার এই পঞ্চায়েত সদস্য বলেন, 'সেসময়ে আমি বাড়িতে খেতে গিয়েছিলাম। আসলে আমাদের এখানে শহর থেকে বহু মানুষ এসে ভিড় করে। তাই আমরা সকাল থেকে দাঁড়িয়ে রয়েছি।' ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সুধা সিংহ চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'এটা পঞ্চায়েত সদস্যের একেবারেই উচিত হয়নি। আমি বলেছিলাম সেরকম হলে একজনকে নিয়ে এলাকায় ঘুরতে। আমি ঘটনাটি জানার পর ওঁকে সতর্ক করে দিয়েছি।'

ছোট ফাঁপড়িতে ঢোকার মুখে জটলা। ছবি : শমিদীপ দত্ত

লাফিয়ে বাড়ছে নেট সার্ফিং

নয়াদিল্লি, ২৫ মার্চ : করোনার কোপ থেকে বাঁচতে দিনের পর দিন বাড়িতে বসে থাকতে হচ্ছে। সময় কাটাতে বা কাজের প্রয়োজনে এখন একমাত্র ভরসা ইন্টারনেট। দেখা যাচ্ছে, দেশজুড়ে লকডাউন ঘোষণার পর যত দিন যাচ্ছে তত ইন্টারনেট ডেটার চাহিদা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। চাহিদার কথা মাথায় রেখে ইতিমধ্যে বিএসএনএল, জিও-র মতো সংস্থা ওয়ার্ক ফ্রম হোম অফার চালু করেছে। এইসব অফারে তুলনামূলক কম খরচে বেশি ডেটা ব্যবহারের সুযোগ মিলছে। চাহিদা এভাবে বাড়তে থাকলে সেই চাপ কতদিন সামাল দেওয়া যাবে, সেই প্রশ্ন অবশ্য উঠছে। ইন্টারনেট পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত সংস্থাগুলি অবশ্য পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আছে বলে জানিয়েছে। একটি বেসরকারি টেলিকম সংস্থার এক আধিকারিকের মতে, সামগ্রিকভাবে গত দেড় সপ্তাহে নেট ব্যবহারের প্রবণতা বাড়লেও তার জেরে গোটা ব্যবস্থা বসে যাওয়ার সম্ভাবনা কম। যাঁরা বাড়িতে বসে কাজ করছেন তাঁদের অধিকাংশ অফিসেও ইন্টারনেট ব্যবহার করতেন। করোনা-সংক্রমণ শুরু হওয়ার পর শুধু ভারত নয়, গোটা বিশ্বে নেট নির্ভরতা বেড়েছে। ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপের মতো সোশ্যাল মিডিয়ার সঙ্গে বেড়ে গিয়েছে নেটফ্লিক্সের মতো বিনোদন সাইটে লগইনের প্রবণতা। চাহিদা বৃদ্ধির জেরে ভবিষ্যতে যাতে নেট পরিষেবা ভেঙে না পড়ে, সেজন্য এখন থেকে উদ্যোগী একাধিক সংস্থা। ফেসবুক ইন্ডিয়া তো রীতিমতো বিবৃতি দিয়েছে যে তারা ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রামের ভিডিওর বিটরেট কমাচ্ছে। নেটফ্লিক্স তাদের ব্যান্ডউইথের ব্যবহার ২৫ শতাংশ কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে নেট পরিষেবা স্বাভাবিক রাখতে এই ধরনের উদ্যোগ জরুরি বলে মনে করা হচ্ছে

আটকাল পুলিশ

প্রথম পাতার পর

জেলা পুলিশের ডিএসপি (গ্রামীণ) অচিন্ত্য গুপ্ত হাট এলাকা পরিদর্শন করেন। এরপর হাট স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। এদিন ভোরে ওই হাটে ভিড়ের কারণে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা সম্ভব হচ্ছিল না। পরে বুধবার রাতে বাজারটি হাতিরামে স্থানান্তরিত করার সিদ্ধান্ত হয়। এদিন সকাল থেকেই ফাঁসিদেওয়া থানা, ঘোষপুকুর ফাঁড়ি এবং বিধাননগর থানা সংলগ্ন এলাকায় ব্যাপকভাবে লকডাউনে সাড়া পড়েছিল। নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী এবং ওষুধের দোকান খোলা থাকলেও, বাকি সব কিছুই বন্ধ ছিল। এলাকার দোকানে পুলিশ পৌঁছে, ফাঁকা জায়গায় চক দিয়ে চিহ্নিত করে দেয়। বিভিন্ন এলাকায় কিছু অসাধু ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে সামগ্রীর দাম বেশি নেওয়ার অভিযোগ ওঠে। ফাঁসিদেওয়ার বাসিন্দা রাজেশ দাস, বিধাননগরের বাসিন্দা মহম্মদ ইকবাল, ঘোষপুকুরের বাসিন্দা লসুন কুজুর প্রমুখ অভিযোগ করেছেন, মুদির দোকানে চালের বস্তায় অতিরিক্ত ৫০-১০০ টাকা বেশি দিতে হচ্ছে।

বাগডোগরাতেও এদিন বাজারে জিনিস কেনার জন্য ভিড় ছিল। বাইক নিয়ে কয়েকজন রাস্তায় ঘুরে বেড়ানোয় পুলিশকে বারবার লাঠি উঁচিয়ে তেড়ে যেতে হয়। শিবমন্দির বাজার, রেল গেট, মিলিটারি রোড, লেনিনপুর বিভিন্ন জায়গায় পুলিশ জটলা ভেঙে দেয়। বাগডোগরার আপার বাগডোগরা, পানিঘাটা মোড়, হরেকৃষ্ণপল্লি, ভুজিয়াপানি, কলেজপাড়া সহ একাধিক এলাকায় পুলিশকে একই পরিস্থিতি সামাল দিতে হয়েছে।

শর্তসাপেক্ষে মুক্ত জিয়া

ঢাকা, ২৫ মার্চ : দু'বছর বন্দি থাকার পর শেষপর্যন্ত বিরোধী নেত্রী খালেদা জিয়াকে শর্তসাপেক্ষে মুক্তি দিল বাংলাদেশ সরকার। আর্থিক দুর্নীতি মামলায় অভিযুক্ত জিয়ার ১৭ বছর জেলের নির্দেশ দিয়েছিল সেদেশের আদালত। জেলে শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় কয়েকমাস যাবৎ তিনি ঢাকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের প্রিজন সেলে ভর্তি ছিলেন। বুধবার দুপুরে তাঁকে কড়া নিরাপত্তায় গুলশনের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। করোনা আতঙ্কের মধ্যেও দলনেত্রীকে দেখতে রাস্তার দু'ধারে ভিড় জমিয়েছিলেন বিএনপির নেতা-কর্মীরা। খালেদা জিয়াকে বাড়িতে থাকার অনুমতি দিলেও তাঁর শাস্তি মকুবের প্রস্তাব খারিজ করে দিয়েছে বাংলাদেশ সরকার। সেদেশের আইনমন্ত্রী আনিসুল হক জানিয়েছেন, বয়স ও শারীরিক অবস্থা বিবেচনা করে মানবিক কারণে খালেদা জিয়াকে সাময়িকভাবে মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। আগামী ৬ মাসের জন্য তাঁর শাস্তি মকুব করা হয়েছে। জিয়া বাড়িতে থেকে চিকিৎসা করাতে পারবেন। তবে এই সময়ের মধ্যে তিনি বিদেশে যেতে পারবেন না।